আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গন ২০০৪

আলোচিত ১৫

†`‡ki g‡Zv AvšRwZK µxov½bI Avgv‡`i cfweZ K‡i| †mLvbKvi nvRv‡iv NUbvi gv‡S me‡P‡q Av‡jwPZ NUbv¸‡jv mwR‡q‡Qb †bvgvb †gvnv¤§`

১. বিশ্ব মিডিয়া বিস্ফোরক ফারিয়া আলম

এ বছরের বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনার নেপথ্যে একজন বাঙালি ললনা-ফারিয়া আলম। ইংল্যান্ড জাতীয় ফুটবল দলের কোচ সভেন গোরান এরিকসন ও এফএ'র প্রধান নির্বাহী মার্ক প্যালিওসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সে দেশের ট্যাবলয়েডগুলো প্রকাশ করে দিলে ঝড় ওঠে বিশ্বজুড়ে। যার রেশ ধরে প্যালিওসকে হারাতে হয় চাকরি। এফএ'র মুখোমুখি হতে হয় এরিকসনকে। আর এই কাহিনী বিক্রি করে ফারিয়া উপার্জন করে নেন প্রায় ৬ কোটি টাকা।

১৯৬৬ সালে ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে জন্ম নেয়া ফারিয়া বেড়ে ওঠেন ইংল্যান্ডে। জীবনের নানা বাঁক পেরিয়ে ২০০৩ সালে ইংল্যান্ড ফুটবল এসোসিয়েশনে (এফএ) চাকরি নেন। ঐ বছরের শেষের দিকে এরিকসন ও প্যালিওস দু'জনের সঙ্গেই ফারিয়ার সম্পর্কের সূত্রপাত। স্ত্রী-গার্লফ্রেন্ডদের ছেড়ে দু'জনেই আকৃষ্ট হন ফারিয়ার প্রতি। ক্রমে ফারিয়ার ভালোবাসা কেন্দ্রীভূত হয় শুধু এরিকসনে। গত ১৮ জুলাই 'নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড' এই প্রেমকাহিনী প্রকাশ করলে কেঁপে ওঠে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন। ট্যাবলয়েডগুলোর নিয়মিত কভার গার্লে পরিণত হন ফারিয়া। পরবর্তীতে নিজের কাহিনী বলার বিনিময়ে দু'সপ্তাহে প্রায় ৬ কোটি টাকা আয় করেছেন ফারিয়া। বিশ্ব মিডিয়ায় স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত নারী হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হয়।

ক্রীড়াঙ্গনের না হয়েও সবচেয়ে আলোচিত

২. লারার ৪০০ এবং উইন্ডিজের বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠত্ব

বক্সিং রিংয়ে ঘোষণা দিয়ে নামতেন মোহাম্মদ আলী। 'আজ তৃতীয় রাউন্ডে প্রতিপক্ষকে নকআউট করবো', 'আজ ৫ম রাউন্ডে', 'আজ ৮ম'-এই জাতীয়। অনেক সময়ই সেটা করতে পারতেন তিনি। মোহাম্মদ আলীর জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির পেছনে এটাও অন্যতম কারণ ছিল।

একই রকম ঘোষণা দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ড ম্যাথু হেইডেনের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করলেন ক্যারিবীয় প্রিন্স ব্রায়ান লারা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজ শুরুর আগেই লারা বলেছিলেন, '৯৪-র চেয়ে আমি এখন অনেক বেটার প্লেয়ার।' বিশ্বরেকর্ড পুনরুদ্ধারের ঘোষণা ওখানেই ছিল। কিন্তু সিরিজের প্রথম ৩ টেস্টে ৬ ইনিংসে মোট ১০০ রান করায় সমালোচকরা তাকে উপহাস করতে ছাড়েননি, যার জবাব লারা দিয়েছেন তীব্রভাবে। অপরাজিত ৪০০ রানের ইনিংস খেলে দলকে বাঁচিয়েছেন হোয়াইট ওয়াশ থেকে। সেই সঙ্গে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে দু'বার সাড়ে তিন শতাধিক রানের ইনিংস খেললেন। ৫৮২ বলে ৪০০ রানের এই ইনিংসটি ছিল চান্সলেস। কোনো বাজে শট খেলেননি। ধৈর্য, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, মনোসংযোগ, রক্ষণ ও আক্রমণের সমন্বয়ে ব্যাটিং শৌর্যের চূড়ান্ত প্রদর্শনী লারার ইনিংসকে মহিমান্বিত করেছে। এই ইনিংস দিয়ে লারা আবারও প্রমাণ করলেন আধুনিক ক্রিকেটে তার সমকক্ষ কোনো ব্যাটসম্যান নেই। শচীন যতোই সেঞ্চুরি করুক কিংবা স্টিভ ওয়াহ যতোই প্রতিরোধের দেয়াল হোক, লারা লারাই। তার ভুবন সম্পূর্ণ আলাদা। আধুনিক ক্রিকেটের সব ব্যাটসম্যানের জন্য সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

লারার এই মহান ইনিংসের পাশাপাশি

jvivi mvgvR¨ cbi"×vi

Iqvjm, giwj‡K Uc‡K m‡ev"P DB‡KU Iqvb-Gi

fvi‡Zi cwK¯vb weRq

ক্যারিবীয় সমর্থকদের জন্য আরো এক সুখবরের বছর এটি। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফির শিরোপা জিতে উইন্ডিজ বিস্ময়করভাবে অর্জন করেছে ক্রিকেট বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্ব। যার পথ বেয়ে ক্যারিবীয়রা আশা করছে হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের।

টুর্নামেন্ট শুরুর আগে কেউই আশাবাদী ছিলেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিয়ে। কারণ তাদের ফর্ম। এতোটা বাজে ফর্ম তাদের ইতিহাসে বিরল। অথচ এরাই চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে জিতেছে টানা ৪ ম্যাচ। বাংলাদেশের বিপক্ষ ম্যাচে হয়তো তারাই ফেবারিট ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টানা ৩ ম্যাচ জেতাটা বিস্ময়কর। ফাইনালে ২১৮ রান চেজ করতে গিয়ে লারা বাহিনী যখন ১৪৭ রানে ৮ উইকেট হারায়, তখন সবাই ইংল্যান্ডের জয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু ইয়ান ব্রাডশ' ও কোর্টনি ব্রাউন সমস্ত হিসাব-নিকাশ পাল্টে দেন। অসমাপ্ত নবম উইকেট জুটিতে ৭১ রান তুলে ক্যারিবীয় সাম্রাজ্যে নতুন সূর্যোদয় ঘটান তারা। ক্রিকেটের 'দ্বিতীয় বিশ্বকাপ'-এ চ্যাম্পিয়ন হবার পর ২০০৭ সালে স্বভূমে অনুষ্ঠিতব্য মূল বিশ্বকাপেও তারা শিরোপার অন্যতম ফেবারিটরূপে আবির্ভূত হবে বলে ক্যারিবীয় জনগণের বিশ্বাস।

৩. ভারতের পাকিস্তান বধ

১৫ বছর পর পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ সফর করলো ভারত। আর এতে ২-১ ব্যবধানে পাকদের হারিয়ে প্রায় এক দশক পর বিদেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট সিরিজ জিতলো তারা। ওয়ানডে সিরিজেও ভারত জিতেছে ৩-২ ব্যবধানে।

প্রায় দেড় যুগ পর ভারতের পাকিস্তান সফর। তাই সমগ্র ক্রিকেট বিশ্বের নজর ছিল এ সিরিজের ওপর। এর আগে পাকিস্তানে ২০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে ভারত। কিন্তু জিততে পারেনি কোনো ম্যাচেই। '৫২-র প্রথম সফরের পর প্রায় ৫২ বছর অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে ভারতকে, পাকিস্তানে প্রথম টেস্ট জেতার জন্য। শুধু তাই নয়, সিরিজ জয় করেই দেশে ফিরেছে গাঙ্গুলী বাহিনী। ওয়ানডের ফলাফলও ভিন্ন হয়নি। সিরিজ হারায় পাক কোচ জাভেদ মিয়াঁদাদকে চাকরি হারিয়ে খেসারত দিতে হয়েছে।

তবে পাক-ভারত সিরিজের ফলাফল নির্ধারণে শুধু খেলোয়াড়দের পারফরমেন্সই ভূমিকা রেখেছে কি না, সেটা নিয়ে নিরপেক্ষ ক্রিকেটপ্রেমীদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আঞ্চলিক রাজনীতি ও জুয়ার টেবিলেই ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে বলে তাদের অভিমত। সিরিজকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করলে এ আশঙ্কা পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবুও এতোকাল পর ভারত-পাকিস্তান সিরিজ দর্শকদের জন্য চরম আনন্দদায়ক বলে বিবেচিত।

৪. ইউরোতে গ্রিকদের বীরগাঁথা

শীর্ষ পর্যায়ের টুর্নামেন্টে কখনো একটি ম্যাচও জেতেনি গ্রিস। না বিশ্বকাপে, না ইউরোতে। অথচ তারাই কিনা এবার জিতে নিল ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা!

BD‡iv‡ci dUe‡j †miv `j Mxm : BD‡iv P¨vw¤úqb 2004

ইউরোর উদ্বোধনী ম্যাচেই পর্তুগালকে ২-১ গোলে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেছিল গ্রিস। সবাই সেটিকে অঘটন হিসেবেই ভেবেছিল। তবে এই অঘটনের ধারা যে গ্রিসদের শিরোপা জয়ের মাধ্যমে শেষ হবে এটা কেউ ভাবেনি। গ্রুপে পর্তুগালকে হারানোর পর স্পেনের সঙ্গে ড্র ও রাশিয়ার কাছে পরাজিত হলেও তারা পৌঁছে যায় কোয়ার্টার ফাইনালে। সেখানে ফ্রান্সকে একমাত্র গোলে হারিয়ে পৌঁছে যায় সেমিতে। সিলভার গোলে চেকরা পরাজয় মেনে নিলে ফাইনালে আবার গ্রিস মুখোমুখি হয় পর্তুগালের। স্বদেশে হট ফেবারিট ছিল ফিগো, রুই কস্তারাই। কিন্তু ম্যাচের ৫৭ মিনিটে চ্যারিস্টিয়াসের গোলে ভেঙে যায় লাখো পর্তুগিজের স্বপ্ন। অপরদিকে গ্রিকদের হয় স্বপ্ন পূরণ। ইউরোর ইতিহাসে সেরা অঘটনের মাধ্যমে নিজেদের ইউরোপ সেরার আসরে অধিষ্ঠিত করে গ্রিকরা।

৫. ওয়েইন রুনির ট্রান্সফার

ইংল্যান্ড ফুটবল দলের টিনএজ সেনসেশন ওয়েইন রুনি এ মৌসুমের সবচেয়ে দামি তারকা। প্রায় ২৭ মিলিয়ন পাউন্ডের ট্রান্সফার ফিতে তিনি এভারটন ছেড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবে যোগ দেন।

ব্রিটিশ মিডিয়া রুনিকে অভিহিত করছেন 'নতুন পেলে' হিসেবে। এতে সায় দিয়েছেন জাতীয় দলের কোচ সভেন গোরান এরিকসন ও অধিনায়ক ডেভিড বেকহাম। ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে একক প্রচেষ্টায় অসাধারণ ৪ গোল করার পর শুরু হয় এই রুনি-বন্দনা। ফলে তার সার্ভিস পেতে উন্মুখ হয়ে ওঠে বিশ্বসেরা ক্লাব ম্যান ইউ। দীর্ঘদিন ধরে নানা রকম জল্পনা-কল্পনার পর ট্রান্সফার উইন্ডো ক্লোজ হবার মাত্র ৪ ঘন্টা ১০ মিনিট আগে ম্যান ইউতে যোগ দেন রুনি। রুনিও আগ্রহী ছিলেন। বলেছেন, 'যখন জানলাম ওরা আমাকে পেতে চায়, তখন অন্য কোনো ক্লাবে যাবার কথা কল্পনাতেও আসেনি।' সেখানে তার পারিশ্রমিক হবে সপ্তাহে ৫০ হাজার পাউন্ড। আসছে মৌসুম থেকে যেটা আরো ২৫ হাজার পাউন্ড বাড়তে পারে।

রুনি ছাড়াও মাইকেল ওয়েনের দলবদল আরেকটি আলোচিত ঘটনা। আবাল্যের ক্লাব লিভারপুল ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন তিনি। অনেক দিনের চেষ্টার পরও আর্সেনালের প্যাট্রিক ভিয়েরাকে রিয়াল মাদ্রিদের কিনতে না পারার ঘটনাটিও আলোচিত।

৬. মুরালি, ওয়ার্নের ক্যাট এন্ড মাউস রেস

ক্যারিবীয় লিজেন্ড কোর্টনি ওয়ালস্ অবসর নিলেন রেকর্ড বুক থেকে। টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হিসেবে তাকে সরিয়ে রাজাসনে বসেন শ্রীলঙ্কার অফ স্পিনার মুত্তিয়া মুরালিধরন। এখন আবার তাকে সরিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন অসি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন।

ওয়ালসের রেকর্ড ৫১৯ উইকেট প্রথমে টপকান কৃষ্ণকুমার মুত্তিয়া মুরালিধরন। কিন্তু সেটা বেশি দিন ধরে রাখতে পারেননি। ডোপিং বিতর্কের কারণে ১ বছর নিষিদ্ধ থাকার পর মাঠে ফিরেই দুর্বার হয়ে ওঠেন ওয়ার্ন। তার মায়াবি ঘূর্ণিজালে একে একে কুপোকাত হন প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানরা। মুরালির আগে রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও পরে ঠিকই তাকে টপকে গেছেন। ইনজুরির কারণে মুরালি বেশ কিছু টেস্ট ম্যাচ না খেলায় ওয়ার্নের কাজ সহজ হয়ে যায়। বর্তমানে তার উইকেট সংখ্যা ৫৫৫। বলতেই হয়, গ্রেট কামব্যাক ইয়ার।

৭. দ্য লাস্ট ফন্টিয়ারে বিজয়

কেরিয়ারজুড়ে স্টিভ ওয়াহ্র একটি আক্ষেপ ছিল ভারতে টেস্ট সিরিজ জিততে না পারা। অবশেষে এ বছর ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে সেই আক্ষেপ দূর করলেন স্টিভের উত্তরসূরিরা।

ইনজুরির কারণে সিরিজের প্রথম ৩ টেস্ট খেলতে পারেননি নিয়মিত অধিনায়ক রিকি পন্টিং। প্রথম দু'টেস্টে শচীনকে মিস্ করেছে ভারতও। পন্টিংয়ের অনুপস্থিতির ধকল অসিরা কাটিয়ে উঠতে পারলেও ভারতের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। হেইডেন, ল্যাঙ্গার, মার্টিনের সঙ্গে অভিষিক্ত মাইকেল ক্লার্কের ব্যাটে রানের ফুলঝুরি ছুটেছে। ম্যাকগ্রা, গিলেস্পি, ক্যাসপ্রোইচ, ওয়ার্ন সবাই উইকেটের মধ্যে ছিলেন। অন্যদিকে শীর্ষ ব্যাটসম্যানদের ফর্মহীনতা ডুবিয়েছে ভারতকে। বোলারারও সেভাবে জ্বলে উঠতে

পারেননি। ফলে ভারত জয়ে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি অস্ট্রেলিয়ার।

৮. মাইকেল ফেলপসের অলিম্পিক জয় এবং স্প্রিন্ট অব দ্য সেঞ্চুরি

জন্মভূমে ফিরে আসা এবারের গ্রিক অলিম্পিকের সবচেয়ে বড় ঘটনা এ দুটোই। ৬টি স্বর্ণ ও ২টি ব্রোঞ্জের সমন্বিত ফলাফলে ৮টি পদক ফেলপস্‌কে পরিণত করে অলিম্পিকের সেরা ও সবচেয়ে সফল তারকায়। অন্যদিকে রুদ্ধশ্বাস এক জয় অখ্যাত জাস্টিন গ্যাটলিনকে করে তুলেছে বিখ্যাত।

টার্গেট ছিল মার্ক স্পিৎজের ৭টি স্বর্ণ জয়ের রেকর্ড ছোঁয়া। সেটি হয়নি। তবে ২০০ ও ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মিডলে, ১০০ ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাই এবং ৪২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ও ৪১০০ মিটার মিডলে রিলেতে স্বর্ণ জিতে ইতিহাস গড়েন ফেলপস্‌। অলিম্পিকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্টে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে স্বর্ণ জেতেন জাস্টিন গ্যাটলিন। তিনি সময় নেন ৯.৮৫ সেকেন্ড। ফাইনালের ৮ জনের মধ্যে প্রথম ৫ জন প্রতিযোগী ১০.১ সেকেন্ডের মধ্যে দৌড় শেষ করেছেন। যথার্থই এটি 'স্প্রিন্ট অব দ্য সেঞ্চুরি'।

৯. তবুও ব্রাজিলের কোপা জয়

গ্রিসের ইউরো জয়ের মতো ব্রাজিলের কোপা জয়ে হয়তো ততটা চমক ছিল না। কিন্তু কিছুটা চমক তো ছিলই। কেননা, ব্রাজিল এই টুর্নামেন্টে পাঠিয়েছিল তাদের দ্বিতীয় সারির দল।

ক্লাব ফুটবলে দীর্ঘ মৌসুমের ধকলের সঙ্গে জাতীয় দলের বিরামহীন ফিকশ্চার মিলে রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, কাকা, রবার্টো কার্লোস, কাফুরা ছিলেন সত্যিই ক্লান্ত। কোপা আমেরিকায় তাই তাদের বিশ্রাম দেয়া হয়। আর্জেন্টিনা কিন্তু পূর্ণ শক্তি নিয়েই টুর্নামেন্টে এসেছিল। অনেক দিন পর বড় কোনো শিরোপা জেতার জন্য তারা ছিল মরিয়া। এবারের ফাইনালে ল্যাটিন সেরা দু'দলই মুখোমুখি হয়। প্রাধান্য বিস্তার করে খেলেও আর্জেন্টাইনরা জয় তুলে নিতে পারেনি। ইনজুরি সময়ে আদ্রিয়ানোর গোলে ম্যাচে (২-২ গোলে) সমতা আনে ব্রাজিল। আর টাইব্রেকারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতে নেয় ব্রাজিলের নতুন প্রজন্ম।

১০. টেনিসে ফেদেরারের আধিপত্য ও রাশিয়ান বিপ্লব

এ বছর পুরুষদের টেনিসে ছিল সুইস তরুণ রজার ফেদেরারের একক আধিপত্য। মারাত সাফিন, অ্যান্ডি রডিক ও লেটন হিউইটকে হারিয়ে জিতেছেন যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন। ১৯৮৮ সালে ম্যাটস্‌ উইল্যান্ডারের পর প্রথম পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে বছরে ৩টি গ্রান্ড স্ল্যাম জিতলেন ফেদেরার।

ewiR‡ji †Kvcv Rq ‖Qj eo PgK

রেকর্ড টানা ১৩টি ফাইনাল জিতেছেন। এখন পর্যন্ত যা ইঙ্গিত, তাতে সর্বকালের সেরা টেনিস খেলোয়াড় হিসেবেই অধিষ্ঠিত হতে পারেন ফেদেরার। এ জন্য তাকে শুধু ২০০৪-এর ফর্মকে আরো ৩-৪ বছর টেনে নিয়ে যেতে হবে।

মহিলাদের টেনিসে স্থাপিত হয়েছে রুশ রাজত্ব। উইলিয়ামস্‌ বোনদের আধিপত্য খর্ব করে বছরের শেষ ৩টি গ্রান্ড স্ল্যাম জিতেছেন তিন রাশান। আনাসতাসিয়া মিসকিনা, মারিয়া শারাপোভা ও সভেৎলানা কুজনেৎসভা জিতেছেন যথাক্রমে ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন। দেখা যাক, ২০০5 সালে রুশদের এই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে কি না।

১১. চাকিং বিতর্ক

চাকিং বিতর্কে সারা বছরই সরগরম ছিল ক্রিকেট। নতুন চাকিং আইন করেও বিতর্ক থামাতে সক্ষম হয়নি আইসিসি।

চাকিং বিতর্কের সবচেয়ে বড় শিকার শ্রীলঙ্কান অফ স্পিনার মুত্তিয়া মুরালিধরন। এ কারণে বারবার থমকে গেছে তার কেরিয়ারের গতি। কিন্তু আইসিসি পরিচালিত গবেষণা থেকে জানা গেছে, আইন অনুযায়ী ক্রিকেট ইতিহাসের শতকরা ৯৯ জন বোলারই চাকার। আইনে বোলিং করার সময় স্পিনার, মিডিয়াম পেসার ও ফাস্ট বোলারকে যথাক্রমে ৫, ৭ ও ১০ ডিগ্রি কোণে হাত বাঁকানোর সুযোগ দেয়া হয়েছে। আইসিসি'র গবেষণার ফলাফলের পর এ আইন সংশোধন করা হয়। সব বোলার এখন বোলিং করার সময় ১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত হাত বাঁকাতে পারবেন। শুধু মুরালির জন্যই এ আইন করা হয়েছে বলে অনেক সমালোচক গলা ফাটাচ্ছেন। যদিও এর সঙ্গে একমত নন অধিকাংশই।

১২. জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটে বিদ্রোহ

ক্রিকেট ইউনিয়নের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে জিম্বাবুয়ের শীর্ষস্থানীয় ১৫ জন ক্রিকেটার জাতীয় দলে না খেলার সিদ্ধান্ত নেন। হিথ স্ট্রিকের নেতৃত্বে এই খেলোয়াড়রা তাদের বয়কটের কারণে সারা বছরই ছিলেন আলোচনায়।

খেলোয়াড় ও ক্রিকেট ইউনিয়ন দু'পক্ষের অনমনীয় মনোভাব জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটকে ঠেলে দিয়েছে গভীর সংকটে। আইসিসি তাদের টেস্ট স্ট্যাটাস ৬ মাসের জন্য স্থগিতও করেছিল। কেননা, টাটেন্ডা টাইবুর নেতৃত্বাধীন দলটি শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেট খেলার জন্য মোটেই উপযোগী নয়। আগামী মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের মাধ্যমেই জিম্বাবুয়ের নিষেধাজ্ঞা কেটে যাচ্ছে।

১৩. রিয়াল মাদ্রিদের ব্যর্থতা

বিলিয়ন ডলারে দল গড়েও গত মৌসুমে কোনো ট্রফি জিততে ব্যর্থ হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ক্রীড়া বিশ্বের জন্য যা বিস্ময়কর।

রোনাল্ডো, জিদান, ফিগো, রাউল, রবার্টো কার্লোসরা আগেই ছিলেন। গত মৌসুমে রিয়াল কেনে ডেভিড বেকহামকেও। তবুও চ্যাম্পিয়ন্স লীগ, প্রিমেরা লীগা, কোপা ডেল রে, কিংস্‌ কাপ কোনোটারই শিরোপা জেতেনি তারা। দুর্দান্ত আক্রমণভাগ থাকার পরও ডিফেন্সের দুর্বলতার কারণে চূড়ান্ত সাফল্য পেতে ব্যর্থ হয়।

১৪. হকির হালচাল

হকিতে ভারত-পাকিস্তান যুগের অবসান ঘটেছে বহু বছর আগেই। এবারের অলিম্পিক কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কোনোটারই শিরোপা জিততে পারেননি এরা কেউ। অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়া এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে স্পেন পরেছে বিজয় মুকুট। তবে ভারত-পাকিস্তানের 'দোস্তি সিরিজ' হকিপ্রেমীদের উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছে। ৮ ম্যাচের এই সিরিজ ৪-২ ব্যবধানে জিতে নেয় পাকিস্তান। সিরিজের প্রথম ৪ ম্যাচ পাকিস্তানে হবার পর পরবর্তী ৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ভারতে। দু'জায়গারই ফলাফল ছিল পাকদের পক্ষে ২-১।

১৫. তারকাদের অবসরের বছর

২০০৪ সাল সাক্ষী রয়েছে বেশ কিছু তারকা বিদায়ের। ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের পর জাতীয় দল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন জিদান, ফিগো, নেদভেদ, রুই কস্তা, লিজারাজু, ডেসাইলি প্রমুখ। অবসর নিয়েছেন সৃজনশীল স্ট্রাইকার রোমারিও। গত বছর ঘোষণা দিলেও এ বছর অবসরের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন স্টিভ ওয়াহ্‌। এ ছাড়া নাসের হুসাইন, মার্ক রিচার্ডসনদের বিদায়ের বছরও এটি।

হকির ইতিহাসে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা (২২৪ ম্যাচে ২৭৪ গোল) পাকিস্তানের পেনাল্টি কর্নার স্পেশালিস্ট সোহেল আব্বাসও অবসর নিয়েছেন। টেনিসের গ্ল্যামার কুইন আনা কুর্নিকোভা ও সাঁতারু আলেকজান্ডার পোপভের অবসরের গুজবও (!) এ বছর শোনা গেছে।